আমি তখন বোর্ডিংএ থেকে ইস্কুলে পড়ি ফাস কেলাসে।

একদিন শীতের সকালে বোর্ডিংয়ের উঠোনে কয়েকজনে মিলে আরাম করে বসে রোদ পোহাচ্ছি, এমন সময়ে বোর্ডিংয়ের সামনে রেলের এক পার্শেলভ্যান এসে হাজির। ভ্যান থেকে একটা লোক নেমে এসে খনখনে গলায় জিজ্ঞেস করল—'সিটারাম চকরবর্তি বলে কেউ আছে এখানে?'

'না, সিটারাম কেউ নেই তবে শিবরাম বলে একজন আছে বটে।' আমি বললাম।

'না, সিটারামকে চাই।'

কেনরে বাবা, ধরে নিয়ে যাবে নাকি? সেই সময়ে গান্ধির আন্দোলনের হিড়িকে খুব ধরপাকড় চলছিল চারধারে। গান্ধিজীর দলের বলে সন্দেহ হলে ধরে নিয়ে পুরে দিচ্ছিল জেলে। ভ্যানে চাপিয়ে সটান আমায় জেলখানায় নিয়ে যাবে নাকি? জেলখানায় আর পাহারোলায় আমার ভারী ভয়। পাছে ধরে জেলে নিয়ে গিয়ে ঠেলে দেয় সেই ভয়ে গান্ধিজীর ভলান্টীয়াররা যে পথে হাঁটে আমি সেদিকে পা বাড়াইনে। ভয়ে ভয়ে শুধালাম—'কেন, কী দরকার সিটারামকে?'

'নেপাল থেকে রেলোয়ে পার্শেল এসেছে তার নামে হোম-ডেলিভারির।'

'কিসের পার্শেল?

'তা আমি বলতে পারব না। কোনো প্রেজেণ্ট হবে হয়ত।' লোকটা জানান দেয়।

প্রেজেণ্টের নাম শুনে আমার উৎসাহ জাগে। তখন ক্লাসের রেজেস্ট্রি খাতায় প্রেজেণ্ট হওয়া ছাড়া আর কোন প্রেজেণ্ট আমাদের জীবনে নেই, কখনো আসেনি, তাই অপ্রত্যাশিত উপহার-প্রাপ্তির আশায় উল্লসিত হলাম।

'সিটারাম নেই তবে শিবরাম একজন আছে বটে এখানে।' আমি জানালাম 'আমিই সেই ভদ্রলোক। আমাকে দেবে তোমার প্রেজেণ্ট?'

'শিবরাম ছিলিস বটে, কিন্তু এখন ত তুই সিটারাম।' বলল আমার এক বন্ধু 'আরাম করে বসে আছিস তো এখন। sit plus আরাম is equal to সিটারাম। 'তাছাড়া চক্রবর্তীতেও মিলে যাচ্ছে।' বলল আরেকজনা—'ওরই নাম শিবরাম ওরফে সিটারাম চকরবর্তি, বুঝলে হে বাপু!'

'ওই হবে—ওতেই হবে।' বলে ভ্যানওয়ালা একটা রেলোয়ে রসিদের কাগজ আমার মুখের সামনে মেলে ধরল।—'আধঘণ্টা ধরে ঘুরে মরছি এই মহল্লায় তোমার খোঁজে। নাও, এখন দু টাকা দশ আনা বার করো, পার্শেলের রেলের মাসুলটা দিয়ে তোমার মালের ডেলিভারি নাও।'

বলে সে ভ্যান থেকে উত্তমরূপে প্যাক করা একটা পেল্লায় পার্শেল এনে খাড়া করল উঠোনের ওপর। বলল—'নাও, চটপট খালাস করো—মালটা গন্ধ ছাড়ছে বেজায়।'

'গন্ধ বেরিয়েছে মালের? কিসের মাল গো?' আমরা সবাই জানতে চাই।

'মাংস। মণ খানেক মাংস হবে। হরিণের মাংস বলে লেখা আছে পার্শেলে। পচে গেছে মাংসটা।' সে বলে।

'পচা মাংস নিয়ে আমরা কী করবো?' আমার উৎসাহ নিভে আসে।

'হরিণ তো পচিয়েই খায় মশাই!' সংক্ষেপে সে জানায়।

'নিয়ে নে নিয়ে নে।' আমার বন্ধুরা উৎসাহ দিতে থাকে—'আজ শনিবার তো। কালকে ছুটি! রাত্তিরে খাসা ফিস্টি হবে এখন।'

'দিনের পর দিন ঘাস চচ্চড়ি খেয়ে খেয়ে পেটে তো চড়া পড়ে গেল। মুখ বদলানো যাবে আজকে।' বললে অন্যজন।—'নিয়ে নে মাংসটা। আড়াই টাকায় এক মণ, সস্তাই তো রে।'

'আড়াই টাকা নয়, দু টাকা দশ আনা।' মনে করিয়ে দেয় লোকটা।

'ওই হোলো। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।'

দু টাকা দশ আনা খসিয়ে মাল তো খালাস করা গেল। তারপর আমরা পার্শেলের পর্যবেক্ষণে লাগলাম। এই যৎসামান্য ক্ষুদ্র জীবনে আমাদের কারো নামে এত বড় পার্শেল আসতে দেখিনি কখনো।

'নেপাল থেকে পাঠিয়েছে।' পার্শেলের গায়ের লেখা দেখে বলল একজন 'কী এক রানা নাকি। সেই পাঠিয়েছে।'

'রানা বলে আমার এক কাকা আছে, নেপালে চাকরি করে।' আমি জানাই ঃ 'তার সঙ্গে ভারী ভাব ছিল আমার। অনেকদিন তাকে দেখিনি। আমার ছোট কাকা।'

'তাহলে সেই হয়ত পাঠিয়েছে তোকে আদর করে।'

'এতো দেখছি রানা জং বাহাদুর।' খুঁটিয়ে দেখে আমি বললাম ঃ 'আমার কাকা তো চকরবরতি হবে, সে বাহাদুর হতে যাবে কেন ?'

'নেপালে যে যায় সেই বাহাদুর হয়।' ছেলেটা ব্যাখ্যা করে দেয় ঃ 'কিছুদিন থাকলেই নেপালী হয়ে যায় কিনা। যেমন আমাদের পশ্চিমা বন্ধুরা বাংলা দেশে থেকে বাঙালি বনে যায়, তেমনি। আর, নেপালী মাত্রই বাহাদুর। হতে হবে !'

'নেপালে যাওয়াটাই একটা মস্ত বাহাদুরি।' আরেকজনার মন্তব্য।

'আর জং ?' আমি জিগেস করি। এই প্রশ্নটাই সব চেয়ে জবর বলে আমার বোধ হয়।

'বেশিদিন বাহাদুরি করলেই জং ধরে যায় মানুষের।' তার জবাব। 'পুরনো লোহায় যেমন মরচে পড়ে।'

এর ওপর আর কথা নেই। জবর জং যা ছিল, সব জলের মতন পরিষ্কার।

তারপর আমরা জং ধরা সেই জেল্লাদার পার্শেলের প্যাকিং ছাড়াতে লাগি। লোহার পাতগুলো কেটে ছাড়িয়ে ফেলে চাড়া দিয়ে পেরেকগুলো তুলে শক্ত পাতলা কাঠের বাক্সের ভেতর থেকে আস্ত একটা হরিণের শবদেহ বেরিয়ে আসে।

'ওরে বাবা! এ যে অনেকখানিরে।' মাংসের চেহারা দেখে আঁতকে উঠতে হয় আমাদের।—'এত খাবে কে ?'

'কেন, আমাদের হোস্টেলে রাক্কোস কি কম নাকিরে ?'

'তাহলে মনিটারকে ডাকি ? রান্নার ব্যবস্থা করা যাক।' রাক্ষসদের একজন উৎসাহ দেখায়, মনিটারকে ডাকতে যায়।

'আচ্ছা, মনিটারকে দিয়ে এটা হোস্টেলে গছিয়ে দিলে হয় না ?'···আমি বলি ঃ 'মানে, বেচে দিলে কী হয় হোস্টেলে ? খাওয়াও হয়, আবার সেই সঙ্গে দুটো পয়সাও আসে। আমার কাকা যখন আমায় পাঠিয়েছে···'

'বারে, খাচ্ছিস তো পেট ভরে! পয়সা চাচ্ছিস আবার ?'

'সে তো সবাই খাচ্ছে—যাদের কাকা পাঠায়নি তারাও। আমার কাকার পাঠানোটা কি তাহলে ফাঁকা হয়ে যাবে ?' আমি প্রকাশ করি।

তাছাড়া, আমরা বামুনের ছেলে ভেবে দ্যাখ। খাওয়ার সঙ্গে আমাদের দক্ষিণে-টি চাই বাবা! আমি বরং কিছু লাভ নিয়ে মনিটারকে বেচে দিই। মনিটার আবার তার ওপর আরো কিছু বসিয়ে হোস্টেলকে ধসাক।'

ছোটবেলার থেকেই ব্যবসা-বুদ্ধিটা আমার বেশ প্রখর।

মনিটার আমাদের সঙ্গেই পড়ে। ফাস কেলাসের ছেলে এবং ফাস কেলাস

ছেলে। পড়াশোনায় ভালো, ক্লাসে ফার্স্ট হয়। বোর্ডিং-এ ওর হাফ ফ্রি। হোস্টেলে আমাদের খবরদারী করা ওর কাজ। আমাদের খবরাখবর—মানে, কে পড়ছি না পড়ছি, কি করছি না করছি তার সব বার্তা হোস্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কানে পৌঁছে দেয় সে।

মনিটার আসতেই আমি বললাম—'দ্যাখ যোগেন, এই আস্ত হরিণটা নেপালের থেকে আমার কাকা আমাকে উপহার পাঠিয়েছে।'

যোগেন দেখল। চোখ দিয়ে এবং নাক দিয়ে। তারপর বলল—'বিচ্ছিরি গন্ধ বেরিয়েছে কিন্তু!'

'হরিণ যে রে! হরিণ তো পচিয়েই খায়। জানিসনে?'

'শুনেছি বটে। তা আমি এই মৃতদেহ নিয়ে কী করব এখন?' যোগেন শুধায়: 'পোড়াতে হবে নাকি? কি করে হরিণের সৎকার করে শুনি?'

'অতিথিসৎকার করে।' বলল উৎসাহী একজন।—'এটা হোস্টেলে দিয়ে রাঁধিয়ে ফিস্টি লাগা আজকে। আমাদের সবার সৎকার হয়ে যাক।'

'না না। এমনি দিয়ে নয়।' আমি বাধা দিয়ে বলি: 'কিনে নিতে হবে। মণ দেড়েক মাংস আছে। পনের টাকায় ছাড়তে পারি। তাহলেও হোস্টেলের লাভ, ভেবে দ্যাখ তুই। চার আনা করে সের পড়ল মোটে। চার আনায় কি মাংস পাওয়া যায়? তার ওপর হরিণের মাংস?'

হরিণ দিয়ে ওকে কতোটা আমার ঋণপাশে আবদ্ধ করেছি সেটা ভালো করে বোঝাবার জন্য আরো আমি প্রাঞ্জল হই—'হরিণ খেতে পাওয়া দূরে থাক, চোখে দেখতে পায় কটা লোকে? কি রকম লাল রঙের মাংসটা দেখেছিস? লাল মাংস দেখেছিস কখনো?'

বলতে গিয়ে লালসার উদাহরণস্বরূপ আমার মুখ দিয়ে লাল পড়ে যায়। সুরুৎ করে সেটাকে টেনে নিয়ে আমি বললাম—'তুই কিনে নে নাহয়। তারপর পনের টাকায় কিনে এর ওপর আরো কিছু লাভ চড়িয়ে পঁচিশ টাকায় বেচে দে নাহয় বোর্ডিংকে।'

ওকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা পাই।

'হোস্টেল এই লাশ কিনতে যাবে কেন? হোস্টেলের কি খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই!' সে বলে।

'তাহলে তুইই এটা কিনে নিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অমনি দিয়ে দে। প্রেজেণ্ট করে দে নাহয়।'

'আমার লাভ?'

'তোর পনের টাকা এখন যাবে বটে, কিন্তু তেমনি মাস মাস তিরিশ টাকা করে বেঁচে যাবে। হাফ ফ্রি তো তোর আছেই। তার ওপর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খুশি হলে পুরো ফ্রি হয়ে যেতে কতক্ষণ? তাছাড়া আরো একটা সুবিধা তুই করতে পারিস—'

'কি সুবিধা ?'

'আরে, এই তো তোর মোকারে ! পুরনো হেডমাস্টার বদলি হয়ে নতুন হেডমাস্টার এসেছে ইস্কুলে কদিন হলো। এখন যদি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দিয়ে তাঁকে নেমন্তন্ন করে হোস্টেলে এনে খুব কসে খাওয়ানো যায় আর তিনি যদি জানতে পারেন—মানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই নিশ্চয়ই তাঁকে বলবেন তোর বাড়ির থেকে মাংসটা পাঠিয়েছে আর তুই সবাইকে ঘটা করে খাওয়াচ্ছিস তাহলে চাই কি তাঁর দয়ায় ইস্কুল ফ্রিটাও হয়ে যাবে তোর। আমি বিস্তারিত করি—'ভাই যোগেন, ডবোল গেন করবার এমন জো তুই ছাড়িস নে ভাই !'

যোগেন একটু চিন্তা করে। তারপর ছুট মারে সটান—'আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাইকে ডেকে আনিগে।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই এসে দেখেন—'এ যে আস্ত একটা হরিণ দেখছি। চমৎকার ! কোথেকে এল ?'

'যোগেনের বাড়ি থেকে পাঠিয়েছে সার।' ও জো পাবার আগেই আমি বলে দি। যোগেন, ছেলে হিসেবে যতই ভালো হোক, মনিটার হিসেবে আমাদের কাছে একটা ডেভিল,। কিন্তু যখন পনের টাকা দিচ্ছে তখন তাকে তার 'duo দিতে হবে বইকি।—'ও এটা আপনাকে উপহার দিতে চায়।

ডেভিলকে তার ডিউ দিয়ে আমার ডিউটি করলাম।

শুনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মুখ লালসায় লাল হয়ে ওঠে—মাংসটার মতই টকটকে। মুখ থেকে লাল ঠিক না পড়লেও লালায়িত হয়ে তিনি বললেন—'তা বেশ বেশ। অনেকখানি মাংস আছে এটার।'

'মণ দুয়েক তো হবেই সার।' যোগেন বলল।

সুপারের ভ্রূকুঞ্চিত হলো, একটু যেন দোমনা দেখা গেল তাঁকে।—'না, দুমন নয়। তা, দুমন ঠিক না হলেও এক মণ ত বটেই।'

হরিণটাকে তিনি একমনে পর্যবেক্ষণ করলেন।

'এখনই এটাকে পুঁতে ফেলার দরকার।' জানালেন তিনি। 'গর্ত খোঁড়ো সবাই মিলে।'

'পুঁতে ফেলবেন ?' শুনে আমরা দমে গেলাম। 'পুঁতে ফেলবেন কেন সার ?'

গোর দেওয়া তো পোড়ানোরই নামান্তর—আমার মনে হলো। ওইভাবে হরিণটার শেষকৃত্য করবার প্রস্তাব আমাদের মনঃপূত হয় না।

'তা, মাসখানেক তো পুঁতে রাখা দরকার। ভালো করে না পচলে হরিণের মাংস তেমন উপাদেয় হয় না নাকি '

'এমনিতেই বেশ পচেছে সার। কদ্দিন ধরে আসছে নেপাল থেকে। যা পচা গন্ধ ছেড়েছে ! আবার কেন ওটাকে পুঁততে যাবেন ?' যোগেন বলে।

'যথেষ্ট পূতিগন্ধ বেরিয়েছে স্যার।' আমি যোগ করি। 'আর নয়!'

'তা বটে। গন্ধটা বেশ জবর রকমের বটে।' বলে তিনি নাকে রুমাল চাপা দিলেন—'তা যোগেন, তুমি এটা আমাকে উপহার দিতে যাচ্ছ কেন?'

'আপনাকে উপহার দেওয়া স্যার তার মানে আমাদের নিজেদেরই দেওয়া'

ওর হয়ে আমাকেই বলে দিতে হলো আবার—'দেবতাকে যেমন পুজো দিয়ে প্রসাদ পায় মানুষ। আর, আপনার সঙ্গে এই সুযোগে আর সব মাস্টারকেও আমাদের পুজো দেওয়া।'

বলে, তার পরে হেড করে বলটাকে গোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে যাই—'তা ছাড়া, আমাদের নতুন হেডমাস্টার মশাই এসেছেন। যোগেন চায় যে, মানে আমরা সবাই চাই, আপনি আমাদের হয়ে হোস্টেলের ফিসটে তাঁকে নেমন্তন্ন করুন।'

'তাহলে এই ভোজটা আমরা হেডমাস্টার মশাইয়ের সম্বর্ধনা-উৎসব বলেই ঘোষণা করি না কেন?' উৎসাহিত হয়ে তিনি বললেন।

'মানে তাঁর জন্যেই আমাদের এই প্রীতিভোজ।'

'সেই তো আমরা বলতে চাইছি স্যার। শুধু ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারছি না কেবল।' আমি বলি—'এই সুযোগে নতুন হেডস্যারের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হবে। সেটা মধুরেণ সমাপয়েৎ করেই শুরু করা উচিত নয় কি? আপনিই বলুন স্যার?'

'তাহলে বেশ। কাল রবিবার ছুটির দিন আছে। কাল দুপুরের মধ্যাহ্ন-ভোজে হেডমাস্টার মশাইকে হোস্টেলে নেমন্তন্ন করা যাক। সেই সঙ্গে আর সব টীচারকেও। কী বলো?'

'হাঁ স্যার। শিবহীন যজ্ঞ যেমন হয় না তেমনি শিবের সঙ্গে আর সব—'

বলতে গিয়ে আমি চেপে যাই। ভূতপ্রেত কথাটার উচ্চারণ করাটা ঠিক আমার অভিপ্রেত ছিল না।

'শিবের সঙ্গে আর সব দেবতাকেও আমাদের যজ্ঞস্থলে…'

যোগেন বলে। এতক্ষণে একটা যোগ্য কথাই বলে যোগেন।

'ডাকো ঠাকুরকে। হরিণের মাংস তো রোসট করে খেতে হয়। সে কি পারবে রোসট করতে? আস্ত রোসট করা দরকার।'

ঠাকুরকে ডেকে আনা হলো। দেখে শুনে সে বলল—'রোসট করতে পারি তো। কিন্তু গোটা হরিণ ধরবে এত বড় হাঁড়ি পাব কোথায়! তার চেয়ে বড় বড় টুকরো করে হাণ্ডিকাবাব বানিয়ে নিই না কেন? সেও খেতে খুব খাসা হবে বাবু।'

পরদিন দুপুরে সারি সারি পাতা পড়ল আমাদের খাবার ঘরে। টীচাররা বসলেন, আমরাও বসলাম। হেডমাস্টার মশাই বসলেন মধ্যমণি হয়ে।

পোলাও পড়ল পাতায় পাতায়। হাণ্ডিকাবাবের হাঁড়ি এসে নামল আমাদের সামনে। সৌরভে সারা ঘর মাত।

পাতে পাতে পড়তে লাগল বড় বড় টুকরো হরিণ-মাংসের। হেডমাস্টার মশাই এক গাল কামড়ে বললেন—'বাঃ! বেশ খাসা হয়েছে তো!'

'আরো খাসা হত যদি আরো কিছুদিন পচতে পেত।' বললে৹ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

'তা তেমন না পচলেও সুপাচ্য হবে আমি আশা করি সার।' আমার নিজস্ব মত।

'আমিও একদিন খাওয়াব আপনাদের হরিণের মাংস।' হাসিমুখে বললেন হেড সার: 'নেপালের এক রানার ছেলে আমার ছাত্র ছিল। সে একটা হরিণ আমায় রেল পার্শেল করে পাঠাবে বলে লিখেছে। দু চার হপ্তার মধ্যেই এসে পড়বে মাংসটা। খেয়ে দেখবেন তখন। নেপালের হরিণ খেতে আরো কত খাসা হয় দেখবেন তখন।'

শুনে আমার টনক নড়ল। হাত আর নড়ল না। পাতের মাংস পাতেই পড়ে রইল। অতি কষ্টে এক আধটু চাখলাম। আঁচানোর পরে যোগেনকে শুধালাম আড়ালে—'নতুন হেডসারের নাম কিরে? জানিস নাকি?'

'তোদের চক্রবর্তীই তো রে!' যোগেন জানায়: 'শ্রীযুক্তবাবু সীতারাম চক্রবর্তী। এম-এ বি-এ—বি-টি। বাড়ি—খানপুর।'

শুনে আমার চারধার খাঁ খাঁ করে, মুহূর্তের মধ্যে সব যেন খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে আমার সামনে।

পরদিন খুব ভোরে কাকচিল ডাকবার আগেই উঠে আমি হোস্টেল ছেড়ে পালালাম। ইস্কুলে ইস্তফা দিয়ে সটান গান্ধিজীর ভলাণ্টিয়ার দলে নাম লেখালাম গিয়ে।

এখন জেলে গেলেই আমার বাঁচান।

Sit+Aaram=Sitaram by Shibram Chakrabarty

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com